১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রশ্ন' কবিতার বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় লেখো।

উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'প্রশ্ন' কবিতাটি ১৯৩১খ্রি: (১৩৩৮ বঙ্গাব্দ) লেখা এবং ১৯৩২খ্রি: 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল।

মানবাত্মার লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের লেখনী বারবারই প্রতিবাদমুখর হতে দেখা যায়। এ কবিতাটিও তার ব্যতিক্রম নয়। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ এই প্রশ্ন কবিতাটি রচনা করেন বলে ধারণা করা হয়।

কবিতাটির মূলভাব হচ্ছে মানবাত্মার লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার বিরুদ্ধে মানবদরদী কবি বিধাতাপুরুষের দরবারে অশ্রুসিক্ত নয়নে আকুল কণ্ঠে বারবার একই প্রশ্ন করেছেন, তিনি জানতে চেয়েছেন করুণাময় বিধাতার কাছে, অন্যায়কারীরা কি চিরদিন ক্ষমা পাবে! এই দুরবস্থার কি কখনই কোন অবসান ঘটবে না! মানবাত্মার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য কবি যে বারবার চিন্তিত হয়েছেন তা এই কবিতায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

কবিতাটির প্রথম পংক্তিতে আমরা দেখতে পাই কবি বলেছেন —

ভগবান, তুমি যুগে- যুগে দূত পাঠায়েছ বারে-বারে
দয়াহীন সংসারে,
তারা বলে গেল "ক্ষমা করো সবে", বলে গেল "ভালোবাসো
অন্তর হতে বিদ্বেষ-বিষ নাশো।"

—অর্থাৎ আমরা জানি বিভ্রান্ত ও বিশৃঙ্খল সমাজজীবনকে উদ্ভাসিত করে তোলার জন্য যুগে যুগে বিভিন্ন অবতাররূপী মনিষীদের আগমন ঘটেছে, যেমন— শ্রীচৈতন্য, গৌতমবুদ্ধ, যিশুখ্রিষ্ট, গুরুনানক, মহাবীর, মুহাম্মদ। এইসকল মনিষীরা আমাদের কাছে প্রেম, ক্ষমা এবং ভালোবাসার বাণী প্রচার করে গেছেন। কিন্তু

মানবসমাজ সেই বানীর অপব্যবহার করেছে, যার ফলে মানবজীবন হয়ে উঠেছে দুঃসহ, আলো-বায়ু ও বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। তাই কবির প্রশ্ন হল যারা ঈশ্বর সৃষ্ট এই পৃথিবীকে বিষময় করে তুলেছে, তারা কি ভগবানের ক্ষমা বা ভালোবাসা পাবে?

ভগবান যুগে যুগে মানবরূপী দূতকে পাঠিয়েছিলেন আমাদের মধ্যে প্রেম-ভালোবাসার বীজ বপন করার জন্য। কিন্তু এই মানবসমাজ তাদের বানী শুনলেও উপলব্ধি করতে পারেনি। তাই সেসকল মনিষীরা মানবমনে স্থান পাননি, মানবসমাজ তাদের 'বাহির-দ্বারে' তাদের রেখে দিয়েছে। কবি তাই বলেন—

'বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির-দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।'

কবি প্রতিষ্ঠা প্রত্যক্ষ করতে পেরেছেন মানবমনে কোন প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার স্থান নেই অন্যের জন্য। মানুষ আজ হিংস্র ও রেষারেষি হয়ে উঠেছে। আজ দুর্দিনে কবির বারবার মনে পড়ছে সেইসব মনিষীদের কথা, কারণ কবি উপলব্ধি করেছেন সবই আজ ব্যর্থ, কারণ বর্তমান সমাজব্যবস্থায় ধ্বংসাত্মক চেহারা কবি প্রত্যক্ষ করেছেন। সেইসঙ্গে গোপন হিংসায় কিভাবে সব জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে একটি রাত্রিতে তাও কবি দেখেছেন। ঈশ্বরসৃষ্ট এই পৃথিবীকে কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ বিষাক্ত করে তুলেছে, তাদের হিংস্র থাবায় পৃথিবী হয়েছে রক্তাক্ত এবং এসব প্রত্যক্ষ করে কবির কণ্ঠ আজ রুদ্ধ, কবি দেখেছেন বিচারপ্রার্থী নিরপরাধী বিচার না পেয়ে নীরবে নিভৃতে কাঁদে, অপরদিকে অন্যায়কারীরা বুক ফুলিয়ে হাঁটে। কবি তাই বলেন— আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে,
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বানী নীরব নিভৃতে কাঁদে।

তবে যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে একসময় অত্যাচারীর ঔদ্ধত্য রূপ, শোষনের কদর্য বীভৎস মূর্তি যুগের রথচক্রে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মহান ঐ শিক্ষা বহন করে যে ভয়ংকর, হৃদয়হীন শোষক লোভ-লালসার তাড়নায়, ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার নেশায় নিজেই নিজের ধ্বংস ডেকে আনে। প্রেমে মানুষ যেমন চিরস্মরণীয়, অত্যাচারেও মানুষ তেমনি ক্ষনস্থায়ী। পুণ্যের জন্য যেমন পুরস্কার, পাপের জন্য তেমনই শাস্তি আরোপিত হয়। দুর্দান্ত প্রতাপে যে ক্ষমতাশালী আজ অন্ধ, একদিন যুগের পরিবর্তনে তাকে তার অপকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতেই হবে। এভাবেই শতশত পাষণ্ড অত্যাচারী কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। সেজন্য স্বার্থে মত্ত হয়ে অন্যকে ঘৃণা ও অবহেলা, পীড়ন করলে তার বিষময় ফল ভুগতেই হবে।

তবে কবির একটি প্রশ্ন কবে এরা সেই বিচার পাবে! তিনি বিধাতাপুরুষের দরবারে বারবার অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে জানতে চাইছেন অন্যায়কারীরা কি চিরদিন এভাবেই বুক ফুলিয়ে চলবে! কোনদিনও কি তাদের শাস্তি হবে না এবং অপরিমাপ কবি এটাও জানতে চান যারা অপরাধীর শাস্তির দাবীতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে তারা কি সুবিচার পাবে আদৌ! এসকল বিভিন্ন প্রশ্ন কবি মনকে ব্যাকুল করে তুলেছে। তাই কবি কবিতার শেষে বিধাতা পুরুষের কাছে জানতে চান —

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো।